দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 APR 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

Misc

09

ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রেসিডেন্ট এরশাদ সোমবার ঢাকার অদূরে জিরানীতে দেশের প্রথম ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করে আশা প্রকাশ করেন যে খেলাধুলার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধনে এই প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ক্রীড়াক্ষেত্রে অতীতে আমাদের অগ্রগতি তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। বস্তুত জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই এই ক্ষেত্রেও তেমন সাফল্যের পরিচয় দিতে পারিনি। খেলাধুলার ক্ষেত্রে এই পশ্চাদপদতা লক্ষ্য করা গেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে। অলিম্পিকে তো কখনোই আমাদের সাফল্যের প্রশ্নই উঠে নাই, নবম এশীয় অলিম্পিকেও আমরা আশানুরূপ সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে পারিনি। ফিল্ড কিংবা ট্র্যাক কিংবা সাঁতার কোনটাতেও দক্ষতা দেখাতে পারিনি আমরা। তবে সম্প্রতিকালে এই অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। সব খেলায় না হলেও ফুটবলে আমাদের খেলোয়াড়রা গত কয়েক বছরে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। সাঁতারেও রেখেছে অগ্রগতির স্বাক্ষর। আর গত সাফ গেমসে এশিয়ার দ্রুত মানব হিসেবে বেসরকারীভাবে পরিচিতি লাভ করেছে বাংলাদেশেরই একজন কৃতি দৌড়বিদ।

অতীতে ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাদপদতার প্রধান কারণ ছিল অবহেলা। ক্রীড়া ছিল উপেক্ষিত। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কখনও ব্যয় হয়নি। ট্রেনিং-এর ছিল না পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা। অথচ আজকাল বিশ্বের সব দেশেই খেলাধুলার ব্যাপারে যেমন বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়, তেমনি সেখানে ট্রেনিং-এর রয়েছে ব্যাপক সুবিধা। স্বভাবতই তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পর্যাপ্ত ট্রেনিং দরকার।

দেশে গত কয়েক বছরে খেলাধুলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ক্রীড়া এখন আর এদেশে উপেক্ষিত নয়। খেলোয়াড় ও এথলেটদের ট্রেনিং-এর সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে এবং সেই উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হয়েছে ক্রীড়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। ইতিমধ্যেই তা[illegible] ক্যাডেট ভর্তি করা হয়েছে এবং তাদের প্রশিক্ষণ শু[illegible]।

আমাদের বিশ্বাস, এই ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি খেলাধুলার ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি সাধনে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে। কৃতী খেলোয়াড় ও এথলেট গড়ে তোলায় রাখবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ভবিষ্যতে অলিম্পিকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে আমাদের বিজয় অর্জনে রাখবে মূল্যবান অবদান।